

শ্রী/স্বধীরকুমার/গোশ্বামী, বি, এ,
প্রণীত।

মূল্য ৯০ আনা মাত্র।

তিমির-প্রভা

আঁধার দেখায়ে দেয় আলোকের পথ,
হুথই সে বলে' দেয় স্বরগের বাণী;
জাই আরি আঁধারেতে থাঁজি মনোরথ,
হুথকেই বুকে ধরে' সুখ বলে' মানি ।

নিবেদন ।

কতকগুলি উচ্ছৃঙ্খল ভাব ছন্দোবদ্ধে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম
পটে, কিন্তু সে গুলিকে যে কোন দিন কবিতা-আগা দিয়া জন-
সমাজে প্রকাশ করিব এরূপ দৃঃসাহসিক অভিপ্রায় আমার কল্পনা-
তেও কদাচ স্থান পায় নাই । কিন্তু মনুষ্য-হৃদয় দুর্বল । কয়েক-
জন বন্ধুর অনুরোধে অভিজুত হইয়া এরূপ কার্যে লিপ্ত হইলাম ।
তাঁহাদেরই সাহায্যে পুস্তিকাখানির মুদ্রাক্ষ-কার্য নিৰ্বাহিত
হইয়াছে ।

ইহার অন্তর্গত অনেকগুলি কবিতা চারি পাঁচ বৎসর পূর্বে-
কার রচনা, অর্থাৎ লেখকের বয়ঃক্রম তখন বিংশতি বৎসর অতিক্রম
করে নাই । ঐতজ্জন্ত লেখক প্রবীণ পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট
হইতে কিঞ্চিৎ সহানুভূতি আশা করিতে পারে; যদিও সাহিত্য
জগতে সহানুভূতি অতীব দুর্লভ ।

প্রথম কবিতাটি, ঐযং পরিবর্তিত আকারে, “ভারতীতে”
“আকাজ্জা” অভিধানে এবং বঙ্গব্রত শ্রীযুক্ত নবেন্দ্র নাথ দাস-শুশ্রূষার
নামে প্রকাশিত হইয়াছিল । সাহিত্যেব ইতিহাসে এরূপ বেনামি-
নজীর অনেক আছে । তথাপি ভূতপূৰ্ব্ব “ভারতী”-সম্পাদিকার
নিকট সামান্যে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি ।

পরিশেষে, প্রকাশক শ্রীযুক্ত পাণ্ডালাল দে মহাশয়কে আমার
আন্তরিক কৃতজ্ঞতা না জানাইয়া থাকিতে পারিলাম না; তাঁহার
সহদয়তা ও সৌজন্তে আমি মুগ্ধ হইয়াছি । ইতি—

পিদিরপুর,

বিনীত—

২৮শে শ্রাবণ, ১৩২২ ।

শ্রীহৃদীরকুমার গোস্বামী ।

উৎসর্গ ।

সোদরপ্রতিম বালা-সুহৃৎ

ত্রিযুক্ত হরিপদ রায় চৌধুরী, এম্. এ,

করকমলেশু—

সখে,

জীবনের পরভাতে এক কুঞ্জবনে
গে'য়েছিহু এক গান আমরা হু'জনে;
একটি বাতাস এল, সে বাতাস-ভরে
ভেসে' তুমি চলে' গেলে দূর দূরান্তরে
গাহিতে নূতন গীতি। ঠাই ঠাই মোরা
র'য়েছি অনেক দিন; লাগিবে' কি জোড়া
ভেঙে' গেছে' যে রাগিনী? কে বলিতে পারে?
বাঁহা হো'ক ভুলি নাই কভু ত তোমারে;
মনে আছে সব কথা ছবিটির প্রায়;
যদি কভু দেখা হয়, কহিব তোমায়।

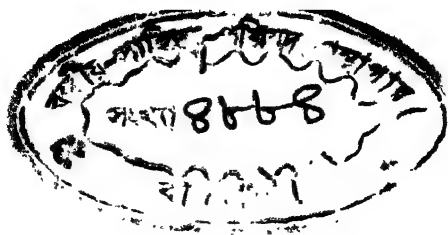
খিদিরপুর,

২৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১।

স্মৃতিপত্র ।

কবিতা ।		পৃষ্ঠা ।
পরানের সাধ	...	১
অথও	...	২
পূর্বে ও পরে	...	২
আহ্বান	...	৪
নদীতীরে	...	৬
জ্যোৎস্নাতে	...	১০
ভ্রাস্ত	...	১১
কি চাই	...	১৩
নিষেধ	...	১৪
দিশহারা	...	১৫
তোমার গান	...	১৬
তথ্য দেউল	...	১৮
পুরাতন	...	২০
বন্ধন ও মুক্তি	...	২১
সন্ধ্যায়	...	২১
শ্রমশানে	...	২৩
চিত্তার শিখা	...	২৫
বাদল দিনে	...	২৬
স্বপ্ন হৃৎক	...	২৮
ভাষা	...	৩১
মরণ-বিলাস	...	৩২
বৃহ্ম-উৎসব	...	৩৩
দূর-যাত্রা	...	৩৪

মাতৃভূমির প্রতি	৩৬
বিশ্বদর্শন	৩৭
নিষ্ক্রমণ	৩৮
ভগ্ন সুর	৪১
নিশীথে	৪৩
দার্শনিক বন্ধুর প্রতি	৪৫
পূর্ব-স্মৃতি	৪৬
অতিজ্ঞতা	৪৭
প্রভাত-তারা-দর্শনে	৪৮
বিষাদানন্দ	৫১
তুমি	৫৩
কল্পনা-সাথে	৫৪
রূপ-আকাশ	৫৫
ভগ্ন কানন	৫৭
কুহল বেদনা	৫৮
শ্রামের বাঁশরী	৫৯
বাল্মীকির প্রতি	৬২
প্রকৃতি	৬৩
অনাথ বালক	৬৪
কর্তব্য-দেবতা	৬৫
ভিন্ন প্রণয়	৬৭
প্রার্থনা	৬৮
পরিণাম	৬৮
যে দিবস গিয়াছে চলিয়া	৬৯
প্রকৃত সৌন্দর্য্য	৭০
উচ্চ প্রকৃতি	৭১



তিমির-প্রভা ।



পরানের সাধ ।

ভোগের বাসনা ঘুচা'লে আমার,
তাগের মহিমা শিখা'লে না ;
জ্ঞানের গরব বিনাশিলে মোর,
ভক্তির সুধা পিয়া'লে না ;
মিথ্যা আমার দিলে সব মুছে',
সত্যের কিছু জানা'লে না ;
জীবনের সাধ টুটিল আমার,
পরানের সাধ জুটিল না !

অথ গু ।

একটি কবিতা-মাঝে দেও তুমি ধরা,

হে বিশ্ব-পরাণ !

মিটুক অতৃপ্ত তুষা,

উড়ে যা'ক মায়া-মৃগা ;

আনন্দ-সাগরে মোর

ডুবে' যা'ক প্রাণ ।

হৃদয়েব ভাঙাচোরা মলিন ফলকে,

নিরমল সুপাবিত একটি বলকে,

ফুটে' উঠ হে জগৎ-ধোলাই ।

হাসিতে ভবিষা যা'ক

সব স্মৃতি, অনুরাগ,

জ্বলিয়া হউক ক্ষয় অহমিকা-মতি ।

—:O:—

পূর্বের ও পরে ।

১ ।

উৎসব-ময় স্থখের বাসর ;

দীপের মালায় শোভিছে আসর ;

হাসির ফোয়ারা, গানের লহর

ছুটিয়াছে অবিরত :

থরে থরে লুটে কুসুম-বিলাস ;
 আতর-গন্ধে পবন সুবাস ;
 রূপের বলক, ভাবের আভাষ
 খেলে চপলার মত ;

দাঁড়া'য়ে ছিল সে একধারে সরে' ;
 নয়নে অশ্রু পড়ে'ছিল বারে' ;
 বলে'ছিল ভয়ে অশ্রুট স্বরে
 কি যেন আমার পানে ;—

বাজিয়া উঠিল ঝণ্ ঝণ্ ঝণ্
 যন্ত্রের বোল, নূপুর-নিকণ ;
 ছুটিল মদিরা ;—তা'র নিবেদন
 পশিল না মোর কাণে ।

২ ।

গভীর নিশীথ, তীষণ আঁধার ;
 গগনে বাতাস করে হাহাকার ;
 অশানে জ্বলি'ছে অনল চিতাব,
 আমি সে চিতার পাশে ;

পুড়ি'ছে চিতায় জীবনের আশা,
 হৃদয়ের ছবি, মরমের ভাষা,

প্রেমের ভরসা, রূপের পিয়াসা,—

আকাশে তারকা হাসে ;

আলুথালু বেশে এল সে ঋশানে,

ডাকিল আমায়—কেন কেঁদা জানে ;

চাহিলাম আমি কণ তা'র পানে,

কি যে কহিলাম জানি না ;

ধীবে, অতি ধীবে গেল সে চলিয়া,

বাতাসের সুরে গাহিয়া গাহিয়া ;

পরান আমার উঠে চমকিয়া—

“আমি ত জগৎ চাহি না।”

• —:O:—

আহ্বান ।

কে মোরে অলক্ষ্যে থাকি' ডাক থেকে থেকে,

জীবনের ভ্রান্ত পথে?—বন্ধ ক্যাপা আমি

সংসারের সৈকতে : ঝুঁড়িতেছি বালু,

উদ্দেশ্য-বিহীন,—নহে শুণ্ড-মণি-তরে ;

মনে হয়, অর্থহীন এই অকাজেতে

কাটি'ছে মনের হৃথ, হৃদয়ের তাপ

জুড়া'তেছে কিছু ।

কিস্ত কে তুমি সুন্দরি,
কল্পনার ছায়ালোকে ভেসে' ভেসে' যাও ?
পরিচিতা যেন তুমি;—যবে এক দিন
সুদূর বালক-কালে নিদাঘের মাঝে
চে'য়েছিহু ঝুপারেতে শিথ-মন্দালোকে
আলিঙ্গনে জড়ীভূত তরুরাজি-পানে;
আকাশে উঠিল চাঁদ, ফুটিল তারকা,
তরল জ্যোছনা-ধারা লাগিল ঝরিতে
উন্নত-বিটপি-শিরে, লতা-কিসলয়ে,—
কে যেন উল্লাস-সুরে বাতাসে বাতাসে
গে'য়ে গেলে সুধামাখা স্বপনের গান;
চাহিহু আকাশ পানে, চাহিহু প্রান্তবে,
পাইহু আভাষ শুধু—যেন পরিচিতা;
মুক্তহৃদে মত্তমুগ্ধ ফিরিলোম গৃহে ।

বাল্যকাল হ'ল গত ; যৌবন-সঙ্গমে
কাঁপিল মরম-তার ; অজানা বাসনা
উঠিল রক্তিম রাগে রঞ্জিয়া মানস ।
মনে আছে, একদিন বাসন্ত নিশীথে
সুপ্তিমগ্না ছিল ধরা, জেগে' ছিহু আমি ;
খুলিয়া গৃহের দ্বার বাহিরিহু পথে ;—
ধীরি ধীরি বহে বায়ু ঝরিয়া মুকুল
পূর্ণতায় আকুলিত চুতশাখী হ'তে ;

চলিছে অজানা টানে বনবীথি দিয়া
 বিসৃত-প্রান্তর-পানে ; মনে হ'ল, সেখা
 উন্মুক্ত-গগন-সাথে মিশা'ব বাসনা ;
 আইছে প্রান্তরে,—স্তব্ধ অসীম আকাশে
 পুঞ্জীভূত তমোরাশি,—বিন্দু বিন্দু তারা
 হাসি'ছে নীরব হাসি, স্তব্ধ শিশু যথা ।
 কে তুমি গাহিলে গান করুণ বেহাগে ?
 সম্মুখেতে ভেসে' গেল রূপেব হিলোল,
 ভাবের লহর,—স্নিগ্ধ ছুটি নয়নের
 রুম্মতারা-ভাতি, পূর্ণ এক হৃদয়ের
 প্রণয়-সুখমা । বাহু দিনু বাড়াইয়া
 আলিঙ্গিতে রূপরাশি, ফেলি' দিনু খুলি'。
 মরমের ভগ্ন দ্বার প্রেমধারা-আশে ;—
 শূন্যে র'ল মুক্ত খাল, মর্ম্ম র'ল খোলা ;
 অঞ্চলের স্পর্শ শুধু চকিতের মত
 দিয়ে মোর তপ্ত দেহে মিশে গেলে দূরে
 আকাশের অন্ধকাবে তারকার পাশে ;
 চির-পরিচিতা তুমি—ভাবিলাম আমি ;
 শূন্যহৃদে মত্তমুগ্ধ ফিরিলাম গৃহে ।

তা'রপর, একদিন শারদ প্রভাতে
 পূরব-গগন-পটে অরুণের ভাতি
 হ'তেছে প্রকাশ ক্রমে, বিহগ-কাকলী
 উঠিতেছে জেগে' ; মুক্ত-বাতায়ন-তলে

অছিহ্নু বসিয়া আমি;—পূজালয় হ'তে
এল কাণে শানাইয়ের ললিত-ভৈরবী
আবাহনী গীতি ; যেন মুহূর্ত্তে আমার
থসে' গেল হৃদয়ের বেদনার' ভার ;
অসংখ্য আলোকে যেন উঠিল কুটিল
সৌন্দর্য্য-প্রতিমা এক মানস-মন্দিরে
লয়ে মূহ চারু হাসি । পূর্ণ-হৃদে আমি,
যেন মাজলিক ঘট, রহিলু পড়িয়া ।

সেই মোর পরাণেব পূর্ণ অনুপ্রাণ,
সেই মোর হৃদয়ের বিগলিত প্রীতি,
বদনে দিনে গে'ছে ফেটে' ; প্রাণহীন আমি
কত দিন তা'রপর খুঁজে'ছি তোমা
শক্তিহীন-যন্ত্র-সম,—বিফল নয়নে
চাহিয়াছি বসিবার ঘন-আবরণে,
কেশর-কদম্ব-দামে, প্লাবন-প্রবাহে,—
চাহিয়াছি হৈমন্তিক শিশির-আসারে
অভিষিক্ত, উচ্ছ্বসিত জোছনা-আলোকে;
পে'য়েছি স্রবমা তব, নহে দবশন,
পে'য়েছি আভাষ তব, নহে পরীশন ।

ভুল্ল মোর প্রাণমন, শরীর অবশ,
মলিন হৃদয়-ফুল;—সুকু হরাশয়

তিমির-প্রভা ।

জলিয়া হ'তেছে ক্ষয় জীবনের বাতি ;
এই ত সময়, দেবি, আকাশ হইতে
করিতে আহ্বান মোরে । এস, এস কাছে ।
পিপাসার বারি মোর, বুঝুকার সুধা,
নিত্য-কৌতূহল-প্রিয়া প্রেয়সি আমার ;
ফুটাও জীবন-বৃন্তে বিগুঞ্চ কোরক,
ছুটাও সুরের খেলা ছিন্ন হৃদিতারে ;
এস তুমি প্রেমময়ী কল্পনা-প্রতিমে,
এস তুমি মরমের ঘন-প্রতিকৃতি,
এস তুমি অনাঘ্রাত হৃথের সৌরভ,
সুথের জ্যোছনা-রাশি, আশাব বর্তিকা ;—
ধন্য মোর সত্তা হো'ক, পূর্ণ মনস্কাম ।

—:O:—

নদীতীরে ।

চাহিবে কি মোর পানে, অগ্নি কল্লোলিনি ?—

তোমার বাসি ত বড় ভাল !

হৃদে তব সদা ভাসে যে আনন্দরাশি,

নিরানন্দ প্রাণে মোবে চালো ।

কোন্ এক দিন হ'তে একটি প্রেমের ধারা

বহিতেছ বিশ্ব-বুকে তুমি,—

কোন্ এক দিন হ'তে একটি বিরহ-ব্যথা

বিশ্ব-মর্মে জাগিতেছি আমি ।

নিখিল-কাব্যের মাঝে শোভিতেছ তুমি
 মনোহর একটি উপমা,
 নিখিল-কাব্যের মাঝে ছন্দপাত আমি
 লঘুতায় হরে'ছি গরিমা ।
 ক্ষুধা আমি, মুগ্ধ আমি, দাঁড়াইয়া আজি
 স্নিগ্ধ তব শ্রামল পুলিনে,
 মিশা'তেছি, ভাসা'তেছি পবাণের গান
 ভাষাহীন তব কলতানে ;
 ধায় যথা উচ্ছ্বসিত সঙ্গীত তোমার
 নিকরদেশ অন্তহীন দেশে,
 যা'ক মোর পরাণের নীরব বেদনা,
 ভগ্নস্বর যা'ক সেথা মিশে'—
 পূর্ণ তব হিয়াখানি উল্লাস-হিল্লোলৈ সদা,
 শূন্য মোর হৃদয়-যমুনা ;
 তুমি ভাগ্যবতী দেবী, আমি ভাগ্যহীন নব,—
 দেও মোরে আনন্দ-নমুনা ।

জ্যোছনাতে ।

স্নিগ্ধ জ্যোছনার ধারা, শুক্ল মহীতল,
 নিশ্চল, নীলিম-ময় গগন-মণ্ডল;
 বাজে নিখিলেব সুর, হৃদি মোব ভরপূব;
 কোথা দূব, কোথা দূব,—খুঁজি'ছে বাসনা,—
 কোথায় অপর পাব, কোথায় সাস্তনা ?

কোথায় ব্যথার শেষ, কোথা ভালবাসা ?
 কোথা পূর্ণ পরিণতি, নাহি কোথা তৃষা ?
 জীবন-হিলোল বয়,— কোথা তাহা পায় লয় ?
 নাহি কোথা ক্ষয়, ভয়, হুবাশার লীলা ?
 থসে' যায় কোন্‌ খানে মরমের শিলা ?

হাস তব যত হাসি, তুমি শশধর,
 হাসিতে হাসাও ধরা, হাসাও অশ্বর ;
 স্বচ্ছ তব স্বধা-হাসে কি যেন কি পরকাশে,
 বিলসিত অভিলাষে হৃদি মোব ধায়
 রূপের অপর পারে সঙ্গীত যেথায় ।

ঢেলে' দেও, ঢেলে' দেও অসংখ্য চুষ্মন,
 ছিঁড়ে দেও বাসনার কঠিন বন্ধন ;—
 নীরব হউক ভাষা, হৃদে যত মত্ত আশা,
 ভগ্ন হো'ক মোহ-বাসা, মুক্ত হো'ক প্রাণ;
 অনন্ত বিরোধ যত হো'ক অবসান ।

ব্রাস্ত ।

দিন এমনি কি যা'বে চলিয়া ?—

জীবন-মার্গে যন্ত্রের মত

এমনি র'বে-কি গতি ?—

নাহি জানি, কোথা যাই,

চোখে না দেখিতে পাই,

অন্ধ উষ্ট্র মরুতে যেমন

না জানে যায় সে কতি,

অথবা যেমন ব্রাস্ত মেঘের

তুষাব-পাহাড়ে মতি,

তেরনি আমার গতি ।

তপ্ত আঁতপে কখনো পুড়িয়া

শীতল লভিতে চাই,

কখনো শীতেতে অসাড় হইয়া

উষ্ণতা-আশে ধাই,

বৃথা খুঁজে' খুঁজে' মরি,

সারাটি জুগতে ঘুরি,

জীবন জুড়া'তে চাই আমি যাহা

কভু নাহি তাহা পাই;

নিবারিতে ক্ষুধা না পাই খাদ্য,
 মিলিতেছে শুধু ছাই,
 ক্ষুধাতে জীবন যায় ।

‘কিন্তু ছিল এ ভাল;
 না হয় কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
 জীবনের এই ক্ষুদ্র যাত্রা
 কষ্টে দিতাম সারিয়া ;

কিন্তু এ কি নেহারি?—
 বৃদ্ধিতে নাহি যে পারি—
 নয়নের ‘পর স্বপনের মত
 এসে’ এ কি যায় সবিয়া?

তমোময় পথে কেন এ সিজলী
 চমকে নয়ন ধাঁধিয়া ?
 কে দিবে আমার বলিয়া ?

কি চাই।

কি বা আমি চাই?—

শুনিতে বাসনা তব কি বা আমি চাই?—

আমি চাই—তোমার অধর-কোলে

মোব সুখ-হাসি,

আমার চোখের জলে

তব দুখরাশি;

আমি চাই—ফুলের সুবাস-মাঝে

বিরহ-বেদন,

মধুর মিলন-গানে

নীৰব মরণ।

কি বা আমি চাই?—

আমি যে জানি না, প্রিয়ে, কি বা আমি চাই।—

চাই যেন কভু—মধ্যাহ্ন-গগন-বুকে

তন্দ্রাময় রাতি,

তপত হৃদয়ে মোর

জ্যোছনার ভাতি

স্বপনের সুখ-ঘোরে

সত্যের সীমানা,

বাসনার বদ্ধ হৃদে

অনন্ত অজানা।

কি বা আমি চাই?

যাহা আমি চাই, তা' ত খুঁজিয়া না পাই।—

আমি চাই—শ্মশানের চিতানলে

আহুতি-অর্চনা

বজ্রের নির্ঘোষ-মধ্যে

স্বরেব মূর্চ্ছনা,

গরদে, অমৃত চাই,

আমা-মাঝে তুমি,

তোমার ভিতরে চাই

নিখিলেব ভূমি।

—:O:—

নিষেধ ।

প্রণয়িনি, গাহিও না বাসনার গান ;

তপ্ত হ্লাহল মোর ছুটে'ছে শিরায়,

লালসার তীব্রানল দহি'ছে পবাণ,

জীবনেব গ্রহি বৃক্ষি ভস্ম হ'য়ে যায় ;

পার কি গানেতে তব জাগা'তে হৃদয়ে

দেউ বিশ্বগ্রাসি-তৃষা, যে তুবা দারুণ

ভৃগু হ'বে বহুপানে অনন্ত নিবয়ে ?

গাও তবে বস্ত গান, জ্বালাও আগুন

অক্ষম যতপি তাহে, গাহিও না আর ;
 থাক দূরে ; হেরি তব সৌন্দর্য্য মধুর ;
 অরুণ-রক্তিম ভালে জাগাও আবার,
 নয়নে খেলাও আলো, উড়াও চিকুর ।
 বাসনা-বহ্নিতে নিত্য পুড়িতেছি হায়!
 শাস্তি দেও, শাস্তি দেও, পিপাসা না চাই

—:O:—

দিশহারা ।

সংসার-সাগর-মাঝে

চলিয়াছি দিশহারা,—

চারিদিকে কুহেলিকা,

কোথা মোর ঋতারা ?

আসে যেন কোথা হ'তে

ভেঙে' চুরে' গান-শেষ,

একটু আলোক যেন

পশে মোর হৃদি-দেশ ;

পরান কাঁদিয়া যায়

কাহার পরশ-তবে !

কি যেন জাগিয়া উঠে

পরানের স্মৃতি-ঘরে !

সংসার-সাগর-মাঝে

চলিয়াছি দিশহারা,—

যাহারা আমার ভাবি ;

আমার নহে ত তা'রা,—

মাক্সা মোর ভালবাসা.

বেদনা স্তূথের তান,

খুঁজি সেথা স্বাধীনতা

বন্ধ যেথা মন-প্রাণ!

পরপার তরে আমি

চলে'ছি কি অনিবার?—

এ পারের অন্ধকারে

বাড়ি'ছে জীবন-ভাব !

—:O:—

তোমার গান ।

দিন-পরে যায় দিন,

বসে' আছি আমি,

শুনিবারে তব গান,

হে নিখিল-স্বামি !

আকাশ আলোক-ভরা,
 নীরবে হাসি'ছে ধরা,
 কিন্তু কই—গান তব
 শুনিতে না পাই,
 দিনে দিনে সুব দিন
 বিফলেতে যায় ।

মনে ভাবি, জ্যোছনার
 স্বপ্ন-ঘেরা রাতে,
 জেগে' থাকি' আকাশের
 তারকার সাথে,
 • শুনিয়া তোমার সুর
 • বাসনা করিব চুর,
 জ্যোছনার সুরে যবে
 গা'বে তুমি গান ;
 জ্যোছনা-জগতে আমি
 করিব প্রয়াণ ।

কিন্তু যে জ্যোছনা হাসে
 আগনার মনে ;
 কি জানি তোমার গান
 শোনে কি না শোনে

তারকা শিহরি' যায়,

সব্ সৰ্বে বহু-বায়,

ধরিতে না পারি তুমি

কোথা গে'য়ে যাও,

আমি শুধু চে'য়ে থাকি—

কবে তুমি গাও ।

—:~:—

ভগ্ন দেউল ।

নিরজন বনভূমি, সন্ধ্যার আঁধার
 বিছায়েছে চারিধারে পক্ষ আপনার ;
 পাখী-কুল তরুণাথে, কুলায় পশিয়া,
 দিন-শেষে শেষবার ল'য়েছে ডাকিয়া
 সমবেত কোলাহলে । বিদেশী হৃদয়
 হ'ল বড় কুতূহল, চলিল তথায়
 নদীতট রাধি' পিছে । কি সুন্দর ঠাঁই—
 গাছে গাছে ঠেকাঠেকি মাথায় মাথায়,
 লতাগুঞ্জে জড়াজড়ি, তুণে তুণে বাদ,—
 সব যেন শ্রামলিম স্নানিষ্ঠ বিষাদ,—
 ঘনভূত জগতের সর্ব্ব কোমলতা—
 ভালবাসা, প্রেম, ভক্তি, করুণা, মমতা
 প্রাণ মোর ভরে' গেল ; মনুষ্য-প্রাণ
 নিবিড়তা-মাঝে মোর ঢেলে' দিলু কায়

কি দেখিছু সেথা?—চে'য়ে দেখিলাম দূরে
 প্রাচীন অস্থ্য এক বহুস্থান জুড়ে'
 বাড়ায়েছে শাখা-রাজি, নিয়ে পড়ে' তার'
 ভগন দেউল এক কতদিনকার
 উর্কে তুলি' জীর্ণ চূড়া—সশঙ্ক আধার
 সস্তর্পণে, মুক, শুক, ঘিরে' চারিধার
 প্রাচীন কালের যেন মূর্ত্ত এক প্রাণ
 দিবানিশি এক ভাবে করিতেছে ধ্যান,
 জগৎ বাহিরে রাখি'; বৈরাগ্য, সাধনা,
 আধারের রূপ ধরি', করে আরাধনা
 ব্রহ্মাণ্ডের অদ্বিতীয় অনাদি-নিধনে।
 'অকস্মাৎ ছবি এক মানস-নয়নে
 খুলে গেল ভয়-মাথা পটের মণ্ডন,—
 জপ, তপ, যোগ, বাগ, সাধন, ভজন,
 লেখা তাহে হোম-ধূম-মসীর রেখার।
 শুক হ'য়ে র'হু স্থির-পুতলিকা-প্রায়;
 অলস বিল্লীর ডাকে বাজিল শ্রবণে
 শঙ্খ, ঘণ্টা, করতাল, বিজন কাননে।

কত শত দেবালয়, মণ্ডপ, মন্দির
 করিয়াছি দরশন; কখনোত স্থির
 হয় নাই এ অশান্ত দ্রুত পরাণ;
 বন-ভূমে গুলিল সে কাহার আহ্বান?

জানে না সে, জানে শুধু, হৃদি, ভয়-আশ,
ভয় দেবালয় হইতে পে'রেছে আশাস ।

—:O:—

পুরাতন

বঁল রে নিত্য নূতন কাহিনী,
রে আমার পুরাতন !
ভাবীর আলোক দেও কুটাইয়া,
রে মোর অতীত-ধন !

বর্তমানের শুল্ক হৃদয়
গিন্নাছে থামিয়া, কথা নাহি কয়,
রে মোর আধার ! দেখাও পস্থা
* আলোকিয়া ত্রিভুবন ।

নীরব মানস কর রে সরব,
রে আমার নীরবতা !
হতাশ পরাণে, রে মোর নিরাশা !
ঢেলে' দেও সরসতা ;

অদূর ! এস হে অদূরের কোলে,
অসীম ! এস হে সসীমেতে চলে,
মরণ ! আসিয়া জীবন-প্রভাতে,
লভ চির-অবরতা ।

বন্ধন ও মুক্তি ।

কুসুম-বাঁধন হ'তে সৌরভ আকাশে ছুটে ;
 তটিনী-লহরী-মালা কারণে মিশায় বায় ;
 শিশু-মুখে সুধা-হাসি কণেক উঠে গো ভাসি,
 আবার ভূমায় তাহা বিলয়ে জীবন পায় ;
 সুদূর আকাশ-কোণে নীরব তারকা-ভাতি
 কঁপে কঁপে নীলিমার দিগন্তীত নিকে ধায় ;
 অসীম তিমির হ'তে জীবন-দীপিকা উঠি'
 আলোয়ার মত পুন চোখ ছাড়ি' চলে' যায় ।

হে বিশাল অসীমতা, সজীব, চেতনাময়,
 নিরাকার, আকার-বহুল
 টেম্বে' লও এ জীবন স্রজন-লয়ের পারে,
 ভেঙে' বা'ক স্বপনের তুল ।

—:O:—

সংক্ষিপ্ত ।

সাঁঝের আকাশ, উদাস-বাতাস
 লাগছে বড় ভাল ;—

নীরবতার কত কথা !
 মুকের প্রাণে কত ব্যথা !
 শূন্য, তোমার আকুলতা

আমার প্রাণে ঢালো ;

পাচ্ছি সাড়া কে যেন ওই
বাসে আমার ভাল

পরান-পানে চেয়ে দেখি
সবই আমার কালো ;—

ভগ্ন আমার মত্ত আশা,
হৃদে শুধু বিকল তৃষা ;
কোথায় আমার ভালবাসা ?—
কোথায় আমার আলো ?
আঁধার-ঢাকা সন্ধ্যার আলো
লাগছে আমার ভাল ।

নীরব আঁধার, নীরব আলো
‘বলছে নীরব কথা,
আকাশ-মাঝে উড়ছে ফিরে ‘
আমার নীরব ব্যথা ;

বাও রে পরান ভেঙে চূরে’,
আকাশ-মাঝে বেড়াও ঘুরে’,
বাতাস ডাকে করুণ সুরে
তোমার পানে চেয়ে ;
আঁধার-আলোর খেলছে যেথায়,
বাওরে সেখায় যে’য়েও

বন্ধ নেশা ছাড়্ রে পরাণ,
কাট্ রে আশার কাঁদ;
আকাশেতে ফুটছে তারা,
উঠছে কেমন চাঁদ!

পড়ে থাকুক নেশার খেলা—
ফুরিয়ে যা'বে জীবন-বেলা—
দেখ্ রে চে'রে উদাস-মেলা,
উধাও হ'রে চল,
সাঁঝের বেলার আশার-আলোর
ডুব দে' রে নিতল ।

—:—

শ্রাশানে ।

হে কঠোর—করুণ শ্রাশান !
তুমি মোর জুড়াও পরাণ;
দারুণ তিগ্নসে আমি কত
ঘুরিতেছি পাগলের মত,
সব মিছে, সব মিছে,—আগা-গোড়া ভান;
তুমি মৌর তিগ্নসের কর অবমান ।

হে উদাসী, প্রশান্ত তাপস !

জাগাও এ ঘুমন্ত মানস ;—

খেলিছ' প্রেমের খেলা কঙ্কাল লইয়া,

গাহি'ছ প্রেমের গান জনলে পুড়িয়া।

কৃষ্ণ ভঙ্গি মাখিয়াছ গায়,—

নীরবেতে ডেকে'ছ আমায় ;—

দেও, দেব, ভঙ্গকণা মোরে,

দেও, দেব, আনন্দ কঠোরে—

দেখাও হৃদয় খুলি' সঞ্চিত যেথায়

সুকুমার শিশুর স্মৃতিস,

বালকের আনন্দ-প্রকাশ,

যুবতীর লাবণ্য-স্বপ্নমা,

স্ববিরের গীতীর পরিমা ;—

সবারে ত প্রেম-ভরৈ লইয়াছ কোলে

আপনার, জগতের, বিধাতার বলে' ।—

হে ধূসর, উন্মুক্ত আশান !

ছখে মোর কর পরিভ্রাণ,

ভঙ্গ দেও, দেও তব গান ।

চিতার শিখা ।

ওরে চিতার শিখা !

কেমন করে' ঘুচালি মোর
দারুণ অহমিকা ?—

আঁধার ভরা শূন্য-আকাশ
হ'য়ে গিয়েছে ফিকা ;
পাণ্ডু আলোর পরশনে
প্রণয়-ঘোরে ক্ষণে ক্ষণে
হৃদয়ে মোর উঠছে হেসে'
মরণ-বিভীষিকা ;—

ওরে ভাবুক কবি !

কেমন করে' এঁকে' দিলি
মৃত্যু-স্নেহের ছবি ?—
লক্ লক্ তোর জিহ্বাগুলি
হৃদয়ে মোর বুলায় তুলি ;
পরান আমার, বিষম কোতূহলী,
মরণ-প্রণয় মাগে ;

ভাবছি শুধু, কবে কখন
চিতার 'পরে করব শয়ন,
নিবে বা'বে কবে দেহের জলন
চিতার শীতল আগ্নে ।

ওরে প্রেমিক শিখা !

শিশু বে, তা'র চোখের 'পবে,
 বালক বে, তা'র গালের 'পরে,
 ভালবাসা-প্রণয়ের তোর
 দিস্‌রে প্রথম রেখা ; —

কিন্তু হবে আসনে তোর
 আমি ল'ব স্থান,
 প্রথম চুমু দিস্‌ রে বুকে
 করিস্‌ নাক আন ।

—————:O:—————

বাদল দিনে ।

আকাশেতে জমিয়াছে মেঘ,
 হৃদয়েতে জমিয়াছে দুখ,
 গে'য়ে লও একটি সঙ্গীত,
 এই বেলা আছে ভরা বুক ।

জীবনের নানা কাজ-মাঝে
 কত দিন আসে, কত যায়,
 কে তাদের করে সংবর্ধনা,
 কে তাদের দেয় গো বিদায় ?

মাঝে মাঝে একটি দিবস
 আনে যেন দূরের কাহিনী,—
 নয়নেতে বহে যায় নীর, ;
 কাণে বাজে নূতন রাগিনী —

হৃদয়ের বন্ধ অভিলাষ
 অকস্মাৎ তোল পাড় করি',
 সাগরের তরঙ্গের মত
 দূরান্তরে কোথা যায় সরি' ।

আজিকার সারাক্ষ-গগনে
 ঘন ঘন গরজি'ছে ঘন,
 শন্ শন্ ছুটিয়াছে বার,—
 কি যেন ভাবি'ছে মৌর মন ;—

নাহি তার আদি অন্ত কিছু,
 কোন থানে অর্থ নাহি তা'র,—
 কল-কল-ছল-ছল-স্বতি—
 ছড়ায়ে পড়ে'ছে চারিধার,

বরষার নদীরই মত
 দিকে দিকে গিয়াছে তা' তেসে,
 মাঠ, ঘাট, কোপ. ঝাড়, বন
 জড়া'য়ে ধরে'ছে ভালবেসে';—

নাহি বাধা, নাহি কোন সীমা ;
 ভেসে যায় কৃষকের গীতি,
 ভেসে যায় ভেকের সঙ্গীত,
 উল্লসিত ছেলেদের প্রীতি,—
 অতীতের তিমির ভেদিয়া
 চলিয়াছে দূর দূরান্তরে ।—
 ডেকে যায় বরষার মেঘ,
 ঝরু ঝরু বারিষারা ঝরে ।

—:O:—

সুখ-দুঃখ ।

গাহিতে পরাণ চায়,
 কি গাঁহিব জানি না ;
 বুক-ভরা কত কথা,
 মুখে ত তা' ফুটে না।
 জীবনের কত সুখ
 কত দুখে জড়ায়,
 জীবনের কত খেলা
 স্মৃতি-ভ্রমে হারায় !
 কতবার কাঁদিয়াছি,
 হাসিয়াছি কতবার,—
 সব মোর এলোমেলো,
 সব মোর একাকার ।”

নীরব আকাশতলে
 নিশীথের অন্ধকারে
 ব্যথিত হৃদয় যবে
 কেঁদে উঠে বারে বারে,
 অমনি মনেতে আসে—
 কবে যেন কা'র মুখে
 একটি হাসির রেখা
 ফুটে উঠেছিল স্বখে,
 সে হাসির আলোকেতে
 পে'য়েছিল যেন লয়
 জগতের যত শোক,
 যত স্বপ্না, যত ভয় ।

চাঁদের জ্যোছনা যবে
 জগৎ ভাসিয়ে দেয়,
 স্বপন-আবেশ-বশে
 হৃদয় মূরছা যায়,
 অখিল ধরণী থানি,
 একটি গানের প্রায়,
 বিপুল আবেগ-ভরে
 পর্যাণে মিশিতে চায়,
 অমনি জাগিয়া উঠে
 স্মৃতির লীলা-ঘরে—

আঁখিজল কা'র বেন
 কবে পেড়ে'ছিল ঝরে,
 নিবেছিল তারা, চাঁদ,
 রবির কিরণ-রাশি,
 নিবে'ছিল জগতের
 সব বেন সুখ-হাসি ।

জীবন-সাগর-বুকে
 জীবের হৃদয়-ভেলা,
 সুখ-দুখ-চেউ'পরে,
 কতই করেছে খেলা;
 কখনো সোণার আলো
 তুফানে তুফানে কুটে,
 কখনো আঁধার ঝড়
 আকাশ আবরি উঠে,
 শাকী কত হাসে, কাঁদে,
 কত ভাকে, কত গায়,
 সময় হইলে তরী
 আপনি লুকায় যায় ।

চেউ চলে, ঝড় উঠে—
 কিন্তু কি সুন্দর খেলা!
 সুখ-দুখময় কিবা
 বিরাট আনন্দ-মেলা!

আপনার সুখ-দুখ
 ত্যাগ কর, ওরে প্রাণ,
 ভাঙা সুরে গে'য়ে যাও
 অকল্মষ-মিলন-গান ।

—.O:—

ভাষা ।

এস ভাষা, বরষার বরিষণ-প্রায়,
 ছুটে' এস গানের সাগরে ;—
 মানস-সরসে মোর সোণার কোরক
 কুঠিয়া উঠুক ধরে ধরে ।

কত গান শুনিয়াছি, গাই নাই কত,
 পাশে তাই ঘুরি'ছে বাতাস,
 বন-শুরু, নদীজল, মাগিতেছে গান,
 চে'য়ে আছে বিরাট আকাশ ।

এস ভাষা, কাননের সৌরভের মত
 উড়াইয়া সৌন্দর্যের সার,
 এস ভাষা, গোধূলির আধারের মত
 হৃদয় জুড়িয়া একবার ;

দুবাণ্ড আপন সুরে গাছের মর্ম্মর,
 তটিনীর কুলু-কুলু-রব,

রজনীর ব্যাকুলতা, দিবসের ব্যাধা,
 মানুষের হৃথের গোরব;—
 পশ গিয়া প্রতি হৃদে, প্রতি মরমেরে
 প্রাণ ভরে' কর আলিঙ্গন,
 ভালবাস, প্রেম দেও, প্রতি হৃথে হৃথে
 দিবে যাও প্রগর-চুষন ।

—;o:—

মরণ-বিগ্নাস ।

কি সুন্দর মুখখানি ! কিবা শান্ত ভাব !
 কেন—যেন মনে হয়, মুদ্রিত ও চোখে
 খেলি'ছে বিশ্বের আলো, শুক ও অধরে
 চাপা আছে নিখিলের সুধামর হাসি;
 আছে যেন মিশে' ওই পাণ্ডুর বদনে,
 মরণের ছায়া হ'রে, অনন্ত জীবন ।
 মৃত্যু ! তুমি নহ ক্রূর; যে সৌন্দর্য্যে তুমি
 সাজিয়েছ বালকের নগ্ন দেহখানি,
 নহে কি তা' স্বরণের স্বরহীন ভাষা,
 বিশ্বময়ী করুণার আলোখ্য নিশ্চল ?
 কি সুন্দর প্রভাতের নবীন আলোক !
 কি সুন্দর অগতের জীবন-প্রবাহ !
 কিন্তু মোর মনে লয়, আরও সুন্দর
 জীবন মরণ দৌছে প্রেম-আর্জিনে ।

বুড়-উৎসব ।

হাসিরা সে গিয়াছে চলিরা ;
 জন্মে তার অহরহ
 জলে ছিল হুখানল,
 জানে নাই তাহা কেহ,
 বুঝেনি তাহার চল;—
 হাসির আড়ালে অশ্রু ছিল লুকাইরা ;
 হাসিরা সে গিয়াছে চলিরা ।

কাদিত সে মরমের মাঝে ;
 আপনার হৃদে কেন
 কীদাবে সে জগতেরে ?
 আপনার বিবে কেন
 কলুষিবে অপরেরে ?
 কেন না সে সেজে যাবে সংসারের সাজে ?
 কাদিত সে মরমের মাঝে ।

কেন না, কেন না তা'র তরে ;
 সে যে কভু কাদে নাই
 পাছে কাদি মোরা ;—
 চিত্তান্তে চলিরা দেও
 কুলের পশরা,—
 কুলের হাসিটি তা'র ছিল যে অথরে !
 কেন না কেন না তা'র তরে ।

দূর-যাত্রা ।

ছপ্ ছপ্ ফেল্ দাঁড়,

পাল দে' রে তুলে'

চলুক তরঙ্গী মোর

ঢেউয়ে হেলে হলে,

ঘাট-পরে বাক ঘাট,

গ্রাম পরে গ্রাম,

দিন-পরে দিন,—ওরে

দিস নে বিরাম;

নাহি মোর অবসর,

যা'ব বহু দূরে,

গে'তে হ'বে গান মোর

প্রাণমন পুরে' ।

কত মাঠ, কত বন

আছে রে পড়িয়া,

সকলি হৃদয়ে মোর

ল'ব রে আঁকিয়া;

খেলিতেছে দুই ধারে

আলোক-আধার;

'রুঝে' পড়ে' নিতে হ'বে

ছবিটি তাহারি ;

চাহিব না পিছু আর
ডাকিব না কা'রে',
ডেকে'ছে আমায় যেনে
জগতের পারে ।

বৃক্ষেতে নিয়েছি ভরি'
সুখ দুখ যত,
ভরসা, ইত্যাশা, ভয়,
মেহ, দুগা কত,
সংসারের শত হাসি,
সহস্র রোদন—
কুড়িয়ে নিয়েছি মোর
ছড়ান জীবন ;—
উঠুক না কাঁধে ঝড়,
ফুলুক তুফান,
গেয়ে' যা'রে সারী গান,—
দাঁড়ে দে' রে টান ।

মাতৃভূমির প্রতি।

হে মোর বঙ্গ জননি !

এ মরু-হৃদয়ে তোমারই কুল

উঠে'ছে ফুটিয়া আপনি ;

তোমারেই যদি না বাসিহু ভাল

কি কাজ এহেন জীবনে ?

তোমারি চরণ করিব স্মরণ,

ঘিরিবে যে দিন মরণে ।

আঁধার হৃদয়ে আসিয়াছি একা

তোমার স্নেহের কোলে ;

অকাজ সাধিয়া, আঁধার হৃদয়ে

যা'ব পুনরায় চলে' ;

নাহি খেদ তাম্র— " বদনে তোমার

দেখে'ছি আলোর রেখা,

স্বপ্নের মাঝে পেয়ে'ছি-খুঁজিয়া

সোণার ছবিটি লেখা ।

যুদিব নয়ন যবে,

শেষ সে পলকে স্থান-আঁখি-পরে

উদ্ভিত বারেক হবে

জড়ীন আলোকে ঘনীভূত তব

স্বপ্ন-স্মৃতি-খানি ;

ওঠ' রে জ্যাঁপা, ছুট দিয়ে বা'
খাকিস্ নাক' মরে' ।

হাসে হাসুক ফুলগুলি ওই,
কাঁদে কাঁদুক নদী.

হাসি-কাঁদায় জঙ্গলেতে
বাতাস হবি যদি.

উড়িয়ে দে'রে ছগগুলি তোর,
উড়িয়ে দে'রে স্নেহ,

উড়িয়ে দে'রে ছিন্ন হৃদয়,
ভাবনা-ভরা বুক.

উড়িয়ে দে' তোর সাধের গড়ন
ভেঙে চূরে দুবে ;

উড়িয়ে দে'বে দেহের সঞ্চয়,
নিজে বা'রে উড়ে ।

বাতাস হ'য়ে ছোট্ট রে জ্যাঁপা,
ওপায় ত'য়ে ছোট্ট—

কুটীর-মাঝে, প্রাসাদ-মাঝে
বনের মাঝে লোট ;

বাতাস হ'য়ে ছোট্ট রে জ্যাঁপা,
সাহস হ'য়ে ছোট্ট,

জ্ঞানের ক্ষেত্রে, ঘাটে, মাঠে
হাজার হ'য়ে ওঠ ;—

আধার-আলোর তরা অগং

বিলন-বাধার খেলা;

আধার-আলোর আলো যে তুই,

কলার যে তুই খেলা ।

কোঁটার মাকে খেলা রে তুই,

হেলার খেলা নয়;—

নাই এ খেলার খুলার পুতুল,

নাই রে কুজুর 'তর;

আছে এতে ব্যথার মাকে

প্রাণের আবেদন,

হুখের মাকে হুখের আলো,

হুখের মহারণ;

আছে এতে স্বেজন-দোলার

অন্তহারা দোল,—

নীলব গানে দেয় রে ঠেকা

চরাচরের পোল;—

চল্ রে কচাপা, চল্ রে পাগল

পাগল অগং-মাঝে,

আত্মপনের বীধন ভেঙে'

চল্ রে ধেরে কাজে ।

ভয় হর ।

রে মোর পরাণ,

কি হ'বে কাদিয়া?—

• কৃষ্ণা দিন যায় চলিয়া ;

ভগ্ন বীণাটি

লও পুন তুলি,

ছেঁড়া তার লও জুড়িয়া ।

এতদিন শুধু

তনে'ছিলি গান

সাধের সাজানো বাগানে,

আর মোর সাথে

• মোহনার ধারে

কি গান শুনিবি সেখানে !

প্রভাত স্নেহানে

গিগাছে মিলিয়া

সাঁঝের স্বর্ণ-অঁধারে,

পূর্ণিমা-টান

করিয়াছে আলো

হৃগভীর অমা-নিশারে,

নদী-কল্লোল,

সাগরের রোল

এক গানে সেখা মিশে'ছে

পাণীর কুজন,

বালকের হাসি,

এক স্রোতে সেথা ভেসে'ছে ।

বেলমোর পরাণ,

ভোলি'রে অতীত,

মুছে, ফেল' সব দাগ,

তোব তরে যে রে

রাহিয়াছে পড়ে'

বিশ্ব-গানের ভাগ ;

আপনা পাশবি

জুড়ে' দে'রে তোর

ভগ্ন বীণার সুর,

থাকিবে না ছুই,

রাতিবি শান্তি

শাস্তী অমধুব ।

নিশীথে ।

এই ত সময়—

আপনারে ভুলিবার, নিরঞ্জে ভাবিবার,

এই ত সময় ।

জগৎ আধারে ঢাকা, পট যেন মসীয়া

বাঘু মৃত্ত বয় ;

এই ত সময় ।

বসে' যেন একা আমি

পারের কিনারে ;

নীরব সঙ্গীত বাজে

জগতের পারে ;

দিবসের কান্না-হাসি

কোথা যেন গে'ছে ভাসি

শূন্যময় প্রান্তে

অজানিত পথে ।

ঘুমন্ত ধরণী হ'তে

নিখিলের প্রাণ,

আকাশেতে ছুটে' যেন

কি গাহি'ছে গান ;

অনন্তের বুকে তার।

ছুয়েছে আপন-হার।

মাতৃ-কোলে শিশুর সমান ।

কেন রে কাঁদিস হুঁই

ছথের তাড়নে ?

উদ্ভ্রান্ত কেন রে জীব

বাসন্তা-হলনে ?

জ্ঞেও কেন্ হৃদি-বার,

চেরে দেয় পরপার

আপনার পারে ;

ভোল্ আপনায়ে ।

হুথ, হুথ, স্থণা, তয়,—

বুধা আন্দোলন !

প্রেমের পবিত্র খেলা

বিথের জীবন ;

জীবনে প্রেমের খেলা,

মরণে প্রেমের খেলা—

বিরোধে বিরোধে আছে মধুর মিলন,

অগুতে অগুতে আছে ধর্ম সনাতন ।

দার্শনিক বন্ধুর প্রতি ।

করিবে কি বিশ্লেষণ মানব-জন্ম
 বিচার-চুরিকা ল'য়ে?—বাধিবে কি তুমি
 ব্রহ্মাণ্ড-প্রকৃতি ক্ষুদ্র তরকের জালে?—
 অণু-পরমাণু-মাঝে যে আনন্দ-জ্যোতি,
 যে অনন্ত চেতনতা, চাও তুমি তাহা
 মাপিবারে লাভিস্থিগ বুদ্ধি-তুলা দিয়া?—
 বিফল প্রয়াস তব—হেন মনে লয় ।
 অসীম এ বিশ্ব-কাব্যে যে প্রেমের খেলা
 আশা-তৃষা-সুখ-দুখ-বিরহ-মিলনে,
 জীবনে মরণে, সদা যুগ-যুগান্তরে
 ছুটিয়াছে কর্তব্যের বৈজয়ন্তী ল'য়ে,
 সে প্রেমের রস যদি চাও ভুঞ্জিবারে,
 যেও বুলি' হৃদিদার, ভুলে' যাও ভাষা,
 বিজ্ঞানের পরিভাষা, দর্শনের জ্ঞান,
 বিচারের উপহাস । ভক্তি-প্রেমে শুধু,
 জেন সখে, প্রকাশিত হয় অপ্রকাশ
 অতীতির সৌন্দর্যের ভাবঘরী সুধা,
 অতীতির সঙ্গীতের বিশ্বময় তান ।

পূর্ব-স্মৃতি ।

গে'য়েছিহু একটি রাগিনী
 রাগিনীটি গিয়াছি ভুলিয়া ;
 ভাঙা সুর আসে মনে,
 হৃদিতার ক্ষণে ক্ষণে
 কাঁপ', পুন যায় গো থামিয়া ।

এ'কেছিহু একখানি ছবি,
 রঙ তা'র গিয়াছে মুছিয়া ;
 উষার সে'গালি ছটা,
 বরষার ঘন-ঘটা
 হেরি' প্রাণ উঠে গো কাঁদিয়া ।

বেসে'ছিহু এক ভালবাসা,
 পরাণের সব হাসি দিয়া ;
 ছড়ায় তা' পড়িয়াছে
 সারাটি জগৎ-মাঝে,
 ফিরি আমি খুঁজিয়া খুঁজিয়া ।

অভিজ্ঞতা ।

গভীর নিশীথে স্থপ্তির কোলে
 দি'ছেহু শরীর ঢালিয়া,—
 সহসা কি যেন পশিল শ্রবণে,
 চমকিল প্রাণ জাগিয়া ;

তড়িত্তাড়িত ব্যক্তির মত
 বসিত শয্যা-পরে,
 ভানি, রাজপথে শববাহী লোক
 “বল হরিবোল” করে ।

ভাবিহু বসিয়া—জগৎ-পাতার
 ঈষদধুর হরিনাম,
 যে নাম-পরশে মরমের তারে
 জেগে' উঠে সুখগান,

সেই নাম পুন সেই এক তারে
 কেন দেয় এই দোলা ?
 জীবন, মরণ, বিশ্বয়, ভীতি
 বেহুরে কেন এ তোলা ?

ভাবিতে ভাবিতে স্থপ্তি পরশে
 দুলিতে লাগিল আঁখি,

খাকিয়া খাকিয়া “বল হরি-বোল”
 দিতেছিল হৃদে ঝাঁকি ;
 ক্রমে দূর হ’তে দূর-তরে যবে
 মিশিতে লাগিল বুলি,
 তনিতে তনিতে স্তম্ভিত কোলে
 পড়িতে লাগিলু হুলি’ ;—

সকল বেসুর দূরে গেল চলে’,
 জাগিল স্তব্ধের সুর ;
 সংশয় গেল, বুকিলু স্তম্ভিত—
 হরিনাম স্তম্ভুর ।

—:O:—

প্রভাত-তারা-দর্শনে ।

অলিতেছ নিরিবিলি
 পূরব-গগন-কোলে
 হে প্রভাত-তারা,

বিষল তোমার জ্যোতি
 পশে’ছে হৃদয়ে ধীর,
 তুলিয়াছে লাক্ষা ;

ভুলিয়াছে অতীতের

বিস্মৃত করুণ স্মর,

অম্লপ্ত বেদনা,

ফুটায়ছে বাহু-বগে

নব ভাবে পুরাতন

বিশুদ্ধ বাসনা ;

হৃদয়ের এক কোণে

যতনে যা' রেখে'ছিনু

অতি সঙ্গোপনে

নীরব চোখের জলে,

ব্যর্থতার উষ্ণ শ্বাসে,

নিত্য আরাধনে,

হেরি' তোমা, কেন যেন,

অতীতের সে পিপাসা

উঠিল জাগিয়া,

থাকিবে না বন্ধ হ'রে

ক্ষুদ্র হৃদি-কারাগারে

আপনা ভুলিয়া,

ছুটিবে সে তব ঠাই,

আপন জনের তরে

অনন্ত আকাশে,

আনন্দে মিশায় দিবে

আপনার সন্তাটুকু

অরুণ-বিকাসে ।

অগ্নি প্রভাতের তারা,

কোমল বারতা তব

শুনিয়াছি ভবে,

সমগ্র জগৎখানি—

বৃক্ষত্বতা, জলবায়ু—

দাঁড়া'য়ে নীরবে ;

সৌন্দর্য্যের হৃৎকরাশি

পুলকের পরশনে

উঠে'ছে কাঁপিয়া ;

পরাণের রক্ত দ্বার,

অরুণ-রক্তমা লাগি',

গিয়াছে ভাজিয়া ;

নিভৃত তিমির-রাজ্যে
পশিয়াছে কোতূহলে
ছন্নস্ত আলোক,

গড়ে'ছিন্ন স্বপ্নে ঘাহা
ভাঙিল সকলি তাহা—
যত স্নেহ শোক ;

আপনার মাঝে যেন
চিনিলাম আপনারে
তোমার প্রসাদে ;

প্রণমি তোমারে, তারা,
অনন্তের বাক্ত্যবহ,
আহ্লাদে বিষাদে ।

—:O:—

বিষাদানন্দ ।

পরানে আমার যত হৃৎবাণি
গাহি'ছে বীণার গান ;
তারায় তারায়, পাতায় পাতায়
বঙ্কিত তা'র তান ;—

গাহিতেছে সদা আকাশের কথা
 সুদূরের পানে চেয়ে,
 বাসনা ছিড়িয়া বেদনা আমার
 চলে রে কোথায় ধয়ে' !

পরানে আমার যত দুখরাশি
 হাসি'ছে কুলের হাসি;
 দূর দিশি হ'তে অজানা বাতাস
 হৃদয়ে এসে'ছে ভাসি';—

খণ্ড খণ্ড যত ভালবাসা
 বাসিয়াছি এতদিন,
 সব একাকার গিয়াছে নিশিয়া,
 কোথায় হ'য়েছে লীন !

ভূমি ।

তোমারেই দেখে'ছি বন্ধু

খুলে' গেছে জগতের দ্বার,
মানস-নির্মাণ মোর গিয়াছে টুটিয়া,
নব নব আশ্রয়-শিখ উঠে'ছে ফুটিয়া,
পরানের অভিলাষ পড়ে'ছে লুটিয়া

চারিধার ;
খুলে' গেছে জগতের দ্বার ।

তোমারই নীরব চাহনি

বলিয়াছে ভাবহীন কথা,
তাইতে শুনে'ছি ভাষা গগনে, পবনে,
প্রান্তরে, নদীর তটে, গহমে, কাননে,
বিশ্বের হৃদয় ভাঙি' এসে'ছে শবণে .

কত কথা—
অতীতের আকুল বারতা ।

তোমারই হাসিটি হাসিয়া

শ্রোত-মাঝে দিয়াছি সঁতার,
তার, চাঁদ হেসে' হেসে' চলে'ছে ভাসিয়া,
কূলে কূলে ফুলগুলি উঠে'ছে ফুটিয়া,
দিকে দিকে সুর-রাশি উঠি'ছে জাগিয়া

বার বার ;
শ্রোত-মাঝে দিয়াছি সঁতার ।

কল্লনা-সাথে ।

আর রে আমার 'জীবনের ধন,
 আর রে আমার চোখের তারা ;
 বুকে ধরে' রাখি তোরে,—
 ' জীবন আমার হোক রে সারা ।

কুসুমরাশি ফুটে যেথায়,
 সুবাস ছুটে হাওয়ার সনে,
 পালিয়ে মোরা যাই রে সেথা
 পাইতে গীতি আপন মনে ;

পথের মাঝে থিরক আধার,
 ডোকু জলদ মাথার 'পরে
 গড়ুক ধারা ঝর ঝরিয়ে
 বজ্রা ছুটুক রক্ত স্রবে,

জগৎ-মাঝে উঠুক তুফান
 এপার ওপার ছাপিয়ে দিয়ে,—
 জীবন আমার ভাসিয়ে দিব
 কদম-'পরে তোমার নিরে ।

সুখ-মদিরা করব না পান,
 কাদব না আর দুখের ভারে,
 ভাবব আশার সোণার কাঠি,
 জগৎ-পানে চাইব না রে,—

দেখব শুধু অনিমেষে

তোমার চারু শুভ হাসি,
বিখালরের ওপরি হ'তে

• শুনব শুধু হৃদের রাশি;—

সবর হবে আসবে ঘনে,

তোমার পানে রইব চেয়ে,
নয়ন আমার বু'জিয়ে দিও
শান্ত শীতল চুম্ব দিয়ে ।

—o:—

হৃদয়-আকাশ ।

হৃদয় আমার হো'ক রে আকাশ,

মিশুক সেথা আঁধার আলা,
শনশনিরে উড়ুক বাতাস,
বেড়াক ভেসে মেঘের মালা;

উঠে সেথা পাখীর কথা

দিকে দিকে থাক'রে ছুটে,
জগৎ-খানি জড়িয়ে আমি
সাগর-মাঝে পড়ি লুটে ।

হৃদয় আমার হো'ক রে আকাশ,
 বাসনা মোর হউক তারা,—
 হাসুক কেবল, কঁাদুক কেবল
 নীরব রাতে নিমেষ-হারা ;—
 গাছের তলে শু'য়ে যেথায়
 অনাহারী রুগ্ন ছথী,
 মায়ের কোলে মেহের পুতুল
 সুপ্ত যেথায় শিশু সুখী,
 বাতায়নের নিরালেতে
 মুগ্ধ যেথা নবীন যুগল,
 নদীর ধারে শশান-ঘাটে
 জলছে যেথা চিতার অনল,—
 মোর আকাশের তারার আলো
 বা'ক রে সেথা ভেঙে' চুরে',
 জগতে যা কান্না হাসি
 তাহিতে আকাশ উঠুক পূরে' ।

ভগ্ন কানন ।

কেন, প্রভো, পাঠাইলে কাননে তোমার ?
 দুরন্ত বালক আমি—দৃষ্ট-ব্যবহার । *
 প্রবেশিয়া মত্ত ভাবে সাজানো বাগানে
 ছিঁড়িলাম ফুল ফল যেখানে সেখানে ;
 যত্নে যাহা রচে'ছিলে বহুদিন ধরে'
 উপাড়িছু তাহা সব আক্রোশের ভরে ;
 বেঁধে'ছিলে বেড়া যেথা সবুজ লতায়
 ঘিরিয়া কমলবন, পশিছু তথায়,
 ছিন্ন ভিন্ন করি' বেড়া কাটিন্ত নথরে
 কোমল-কমল-কলি স্নিগ্ধ সীবাবরে ।
 , কত গান, বসি ডালে, গে'তেছিল পল্লবী ;
 মধুকর, মধুপানে পুষ্পবেণু মাখি',
 সমধুর গুঞ্জরণে নবীন আলোকে
 উড়িয়া বেড়াতেছিল মাতিয়া পুলকে ;—
 ভীত হ'য়ে মোর ভয়ে উড়ে গেল সব,
 উদ্ভান তোমার, প্রভো, হইল নীরব ।

আগে কেন জানি নাই, বুঝি নাই নাথ ?
 গাহিতাম তব গান তব পাখী-সাথ,
 তোমার ফুলের মত হাসিয়া হাসিয়া
 পড়িতাম ভূমিতলে নীরবে চলিয়া !

বৃথা এবে অহুতাপ, বিফল রোদন ;
কমা কর মোরে, প্রভো, দেও শ্রীচরণ ।

—:o:—

সুদ্র বেদনা ।

যতনে সাঁঝেতে সাজিটি ভরিয়া
তুলে'ছিল ফুল বালিকা,—
যুই, জাতি, বেল, টগর, গোলাপ,
রজনীগন্ধা, শেফালিকা ;

মনে ছিল তা'র, গাঁথিবে মালা,
দিবে পুতুলের গলে ;
যুম এল চোখে, কেটে' গেল নিশি
সুখ স্বপনের ছলে ।

প্রভাতে উঠিয়া তাড়াতাড়ি বালা
চলিল খেলার ঘরে,—
বেথিল সেখায়, সরস ফুসর
তুকায়েছে সাজি-পরে ;

বিষাদে ঢাকিল . মুখখানি তা'র
বহিল অশ্রু নয়নে ;
সাজি হাতে করি চলিল বালিকা
পুন সৈই ফুল-কাননে ;

ঢেলে' ফেলে' দিল ফুলগুলি তা'র,
শূন্য হইল পাত্র,
শূন্য হইল কুঞ্জ হৃদয়,—
জানিল বিধাতা মাত্র ।

—:O:—

শ্যামের বাঁশরী ।

যমুনার কূলে . কুঞ্জ-কাননে
বাজিত শ্যামের বাঁশরী,
গোপীজন-হিয়া মুগ্ধ আবেশে
ছুটিত সকলি পাশরি ;

স্বরের লহরী উঠিত আকাশে
হাসিত চন্দ্র হরবে,
পুলকিত তারা অসীমের কোড়ে
সে স্বর-তড়িৎ-পরশে ;—

কত যে অগাধ . বিরহ-বেদনা
 মূরছিছে তার গলিয়া,
 • কত যে অসীম মিলনের প্রীতি
 রহিয়াছে তাহা ভরিয়া,
 কত যে পুলক, . কত যে বিদ্বাদ,
 কত যে ভরসা, ভয়,
 কত যে তৃষ্ণা, কত যে তৃপ্তি,
 কত যে সৃজন, লয় !—

কাল-যমুনার পরতে পরতে
 মধুব রাগিনী ভাসি'ছে,
 শীতানে, মড়কে, ঝলসে, বজ্রে
 এক তান শুধু উঠি'ছে ।

সুপ্তির ঘোরে • স্বপ্ন দেখিয়ে
 কেন জীব ভীতি পাও ?
 তনু স্নমধুর . বিশ্বের গান,
 আপনার গান গাও ।

বালাকির প্রতি ।

হে প্রাচীন, হে অমর কবি-শিরোমণি !
 লহ মোর প্রণিপাত । অতীত-আঁধারে
 এখেনো নেহারি তব মহিমা-উজ্জ্বল
 প্রশস্ত-ললাট-পরে দীর্ঘ জটাতার,
 প্রতিভা-চকিত-আঁধি, স্তব্র-অব্রসম-
 শ্রু-প্রসাধিত তব বদন মণ্ডল ।
 কি শাস্ত মূরতি ! কিবা স্নিগ্ধ মহাভাব !
 শত শত আন্দোলন ধরণীর বুকে
 পদাঙ্ক অঙ্কিত করি' গিয়াছে চলিয়া ;
 কবি শুধু গাহিয়াছে আনন্দের গান—
 ত্যাগের বিমল সুখ, কর্তব্য-গরিমা ।
 হে ঋষি-প্রধান ! আমি অজ্ঞানের শিশু,
 কৈতবের ক্রীড়নক, পদ-ভ্রোতি তব
 ফুটাও হৃদয়ে মোর,—মিনতি চরণে ।

প্রকৃতি ।

জননি গো ! লও তব শাস্তিময় ক্রোড়ে
 অশান্ত বালকে তব । ভ্রান্ত চেষ্টা মোর
 কর নিবারণ; ডেকে লও, কথা কও,
 মেহ দেও, হৃদে ঢালো অফুরন্ত প্রেম,
 অসীম আনন্দ । চঞ্চল বিকারে আমি
 তব ক্রোড় হ'তে গিয়েছিহু বহু দূরে,—
 ভ্রাঞ্জহু কেবল, দেবি, দারুণ পিপাসা,
 শত দুঃখ, শত ক্লান্তি, শত উদ্বেজনা,
 পরিবর্তে তার । সঞ্চিত রেখে'ছ তুমি,
 সন্তানের তরে, অকৃত্রিম ভালবাসা,
 তাহা ভুলি'—মূঢ় আমি—ঘুরিলাম বৃথা ।
 চাক, দেবি দয়াময়ি, অঞ্চলে তোমার
 হরন্ত সন্তানে; গাও শ্রবণে তাহার
 শাস্তিময় শাস্তিহরা বুকের সদীত ।



অনাথ বালক ।

কেউ তা’র নাই বলে’, সকলে আপন তা’র,
 গৃহ তা’র নাই বলে’, জগৎ করে’ছে গৃহ ;
 ডাকিলে না কেউ তারে ? শুধা’বে না একবার ?
 পা’বে না এস এতটুকু কা’রো ভালবাসা-স্নেহ ?

সে যে মনে করে, চাঁদ স্নেহে তা’রে দেয় আলো
 পাখিগুলি ডেকে কত তা’র সাথে কণা কঁয়,
 ছল্ ছল্ করি’ জল তা’রে কত বাসে ভাল ;—
 মানব তাহারে ভাল বাসিবে না ?—কভু হয় ?

সে যে শুধু করে গান পথে, মাঠে, বনে বনে—
 “এ জগৎ বড় ভাল, প্রেমময় ত্রিভুবন ;”

সরল বিশ্বাস সে যে পুষিরাছে মনে মনে—
 প্রকৃতির মুগ্ধ শির্ষ, দেবতার প্রিয়ধন ।

চলে’ছে সে পথ ধরি’, ফিরা’য়ে না তারে আর,
 সে কভু ভ্রমেতে নয়, ভ্রম আমা সবাকার ।

কর্তব্য-দেবতা ।

উত্তম-পৰ্বত-শৃঙ্গ হ'তে নেমে এস
কর্তব্য-দেবতা ; রক্ত পরিচ্ছদ তব
কর পরিহার ; মুছে' ফেল ভয়রাগ ;
লিন্দুরাক্ত ত্রিশীর্ষক করহ নিক্ষেপ ।

দুর্বল হৃদয়, দুর্লভ্য পাষণ হেরি',
হয় হতাশাস ; হেরিয়া রুদ্রাণী-মূর্তি
পায় বড় ত্রাস ; ভাবে, তুমি কপালিনী
কঠোর আত্মানে ডাকিতেছ মর-গণে
দিতে সবে বলিদান নিশিত কুপাণে,
ছিন্ন মুণ্ড হ'তে ল'য়ে তপ্ত-রক্ত-ধারা
তুর্গিতে আঘের-গিরি ।

হীনবল আমি

নির-উপত্যকা-ভূমে করি বিচরণ
শূন্যমনা সদা ;—শ্রামল শস্ত্রের ক্ষেত্র
অনিল-হিল্লোলে হিল্লোলিত চারিধার,
গাহে কত বিহঙ্গম, ঝর ঝর ঝরে
বহে' যায় নিখরিলী, তেসে' যায় চাঁদ,
চে'য়ে থাকে তারা, উঠে পুন দিবাकर,—
এ সুবার মাঝে আমি মিলনের গান
থু জিতেছি বহুদিন, থু জিয়া না পাই ।

এক দিন ভয়ে ভয়ে প্রদোষের কালে
 চাহিয়া দেখিছু ওই শিখরের পানে—
 প্রেত-সম ফিরিতেছে জন্মের পাল,
 একটি তারকাভাতি দুবতম হ'তে,
 প্রান্ত পথিকেব মত, এসে'ছে ভুলিয়া
 ভূষাব-মরুতে শুভ্র তুবারের রাশি
 উঠে'ছে হামিয়া স্মবিকট অট্টহাস;
 উড়ে, নিম্নে উভপার্শ্বে দিগন্ত-শূন্যতা,
 অলস, মুচ্ছিত, রিক্ত মাতালের মত,
 পড়ে'ছে চন্দিয়া অসুহীন গভীরতা-
 মাঝে; তাহার ভিতবে দাঁড়াইয়া তুমি;—
 প্রাণ নোর উঠিল কাঁপিয়া—কপালিনী!
 নিষ্ঠুর! নিষ্পন্ন!—কিস্ত ভেঙে' গেল ভুল;
 বসন-আড়ালে তুমি বাজাইলে বীণা,
 পাষণ প্রাচীর ভেদি' ভেসে' এল গান
 অবশ শ্রবণে মোর; কাঁদিলাম আমি,
 চারিধারে একস্রবে উঠিল কাঁদিয়া
 শ্রামল শস্যের রাশি, বিটপী, ব্রততী
 গিরি-স্রোতস্বতী; সূদূর নগর হ'তে
 শুদ্ধ কোলাহল উঠিল কাঁদিয়া উর্ধ্বে
 ব্যাপিয়া আকাশ। মিলনের গান আমি
 পেছু এতদিনে ।

নেমে এস শূন্য হ'তে
 মর্ত্য-দেবতা ! ভেঙে' দেও দুর্বলের
 গীতি, দূর করে' দেও মোহাঙ্কের ভ্রম ;
 এস হেথা, গে'য়ে যাও সুরের লহর
 গমগ-লহর-মাঝে ;—উঠুক ফুটিয়া
 জ্ঞাপুঞ্জ ধরে থলৈব দিগন্ত ছানিয়া,
 মারণ ল'য়ে বা'ক নগর-দুয়ারে
 শবরের, পাবাণের কোমল বারতা ।

—:O:—

ভিন্ন প্রণয় ।

“তোমার ও মুখখানি হৃদয়ে ধরিতে চাই,
 তোমার নয়ন-পবে নয়ন রাখিতে চাই ;
 দিন বা'ক, রাত বা'ক,
 যুগ যুগ চপে' বা'ক,
 মোরা ছুটি থাকি যেন এক, যাই এক ঠাই ।”

“আমার হৃদয়ে যেন তোমার বেদনা পাই,
 আমার বেদনা যেন আমাতেই থেকে' যায় ;
 তুমি যদি রও স্নেহে
 আমিও রহিব স্নেহে,
 তুমি যদি রও স্নেহে, মরি—তাহে হুখ নাই ।”

—:O:—

প্রার্থনা ।

আধার আমার ঘেরে ঘিরুক, নাইক ক্রতি তার,—
 তোমার আলোর তরে বেন-সদাই আমি চাই ;
 অগাধ জলে ডুবি, ডুবি, নাইক কোন ভয়,—
 তোমার তরীর তরে যেন দৃষ্টি আমার রয় ;
 সকাল হ'তে দুপুর রাতে,
 ভয় হৃদয় ল'য়ে সাথে,
 কেঁদে' আমি বেড়াই যদি, নাইক, এতু, ডর,—
 থেকে থেকে ভাবি যেন কোথায় তোমার ঘর ।

—————:O:—————

পরিণাম ।

কাম হ'তে উপজয় ক্রোধ ও ভক্তি,
 ক্রোধ হ'তে কল্প লতে তেজ ও শক্তি,
 লোভ হ'তে অমুরাগ হয় সঞ্চারিত,
 মোহ হ'তে আবির্ভূত তদগত-চিত,
 মদ হ'তে এক-আত্মা-বোধ-পরিণতি,
 মাৎস্যবোধ্য পরিণাম ভেদাভেদ-রতি ।

—————:O:—————

যে দিবস গিয়াছে চলিয়া ।

(টেনিসন্)

আঁখিজল, বুথা আঁখিজল,—জুনি নাক কিবা অর্থ তা'র ;
 আঁখিজল, গভীরতা ভেদি' যেন কোন স্বর্গা হতাশার,
 উথলয় হৃদয়ের মাঝে, জড় হয় নয়নে আসিয়া,
 শরতের হাসিমাখা মাঠ যখনই দেখি গো চাহিয়া,
 যখনই ভাবি মনে মনে যে দিবস গিয়াছে চলিয়া ।

জগতের তল হ'তে যেন, যে তরঙ্গী আনে নিজজন,
 পালে তা'র জ্বলে যে কিরণ, তা'র মত কি আছে নূতন ?
 যে তরঙ্গী জগতের তলে লয়ে যায় ভালবাসি যা'রে,
 হৃৎস্পন্দ শেষ লাল আভা শোভে কিবা তাহার উপরে,
 তেমনই বিষন্ন, নূতন, যে দিবস গিয়াছে চলিয়া ।

আহা মরি! সুস্ব'র কাণে, স্নানকার নিদ্রা-উষার,
 আধ-জাগা পাখীর প্রথম সুরগুলি স্নান প্রবেশর,
 জ্ঞান তা'র মরণের আঁখি জানালার রহে গো চাহিয়া,—
 ছায়াময় চতুর্কোণ-প্রায় জানালাটি বেড়ায় ভাসিয়া ;—
 তেমনই বিষন্ন, অদ্ভুত, যে দিবস গিয়াছে চলিয়া ।

প্রকৃত সৌন্দর্য্য ।

(টমাস্ ক্যারিউ)

যেই জন ভালবাসে ঘোলাগী কপোল;
 প্রবালের মত ঠোঁট; তাবার মতন
 দুইটি নয়ন হ'তে অশ্রুতে ইন্ধন
 জালিয়া রাখিতে নিজ বাসনা-অনল;
 মূর্থ সে!—করাল কাল রূপ কেড়ে' লয়,
 সমস্ত বাসনা তা'ল পুড়ে' হয় ক্ষয় ।

স্থির মন, শাস্ত চিন্তা, সংযত কামনা,
 সম প্রেমে হোময় সরল হৃদয়,—
 যে আলোক জেগে' দেয়, নাহি তা'র লয়,
 নাহি তাহে দাহ, তাপ, বিষাদ, বেদনা ।
 সংযম প্রেমের প্রাণ,—তাই আমি চাই,
 রাঙা ঠোঁট করি ফণা, তাহা যেথা নাই ।

উচ্চ প্রকৃতি ।

উচ্চ প্রকৃতি ।

(বেন্ জন্সন্) ,

বৃক্ষের মত আকারে বাড়িয়া
উন্নত কত হয় না নর ;
বহু বয়সের তরুরাজ পড়ে ,
জীর্ণ হইয়া পৃথিবী-পন্ন ।

বসন্তের এক ক্ষুদ্র কুসুম
বহুগুণে জেনো ভালো ;
একটি রাতে বিকাশ, মৃত্যু,
তুমি সে যে এক আলো ।—

স্বল্প জীবন,— কি বা অশ্রু যায় ?
একটি দিন যে চের ;
একটি দিবস, পূর্ণ হইলে,
পূর্ণতা জীবনের ।

—:—

১

সমাপ্ত ।

কলিকাতা, বিদ্যাপুর, ১৩৫ সাকুলার গার্ডেন রিচ রোড

বিদ্যাপুর গ্রেনে

শ্রীগঙ্গালাল দে কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



